Islami Ain O Bichar
Vol. 20, Issue: 79 & 80
July-Sept., Oct.- Dec. 2024

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2024-03-06
Published: 2025-03.19

DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v20i79-80.265

‘Ahl al-Ḥall Wa al-‘Aqd’ in the View of Esteemed Scholars: An Analysis in the Light of Pre-Modern and Modern Times

Boorhan Al Mahmud*

Abstract

As part of the scheme of Islam to resolve the complexities of various spheres of human life, the importance of authoritative, universally acceptable and kno wledgeable persons well versed in the Qur’an and Sunnah to offer crucial decisions has been recognized in the society. In the eyes of learned jurists, this section of Muslim society is mainly considered as ‘Ahl al-Ḥall Wa al-‘Aqd’. The term has been reflected in the writings of expert Muslim jurists, Jurisprudents (scholars of Principles of Islamic Jurisprudence), thinkers and theorists at different times in multifarious ways. Moreover, this very term has undergone changes over time. This important term, widely used in Islamic Shariah, remains almost unspoken in Bangla (Bengali) language. Keeping the aforesaid reality in mind, this article, written in a descriptive and analytical manner,has demonstrated that modern Muslim scholars are revisiting the understanding of pre-modern thinkers about the ‘Ahl al-Hall Wa’l-Aqd’ to a greater extent. Furthermore, the author has maintained that it is quite complex and difficult to reconcile the ideological differences and distances that have arisen between Muslim scholars of two different times and realities around this term.

Keywords: ahl al-Ḥall wa al-‘aqd, mujtahid, ruler, state, modern time

বিশেষজ্ঞ আলেমদের দৃষ্টিতে ‘আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ’: প্রাক-আধুনিক ও আধুনিক সময়ের আলোকে একটি বিশ্লেষণ

সারসংক্ষেপ

মানুষের যাপিত জীবনের বিভিন্ন স্তরের জটিলতা নিরসনে ইসলামের যে নির্দেশনা বিদ্যমান, তারই অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহতে সমাজের কর্তৃত্বশীল, সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। বিদগ্ধ আলেম ও ফকীহদের দৃষ্টিতে, মুসলিম সমাজের

* Boorhan Al Mahmud is a Research Assistant at Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre, Purana Paltan, Dhaka. Email: almahmud260@gmail.com

এই অংশটিই মূলত ‘আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ’ হিসেবে বিবেচিত। উক্ত পরিভাষাটি বিভিন্ন সময়ে বিশেষজ্ঞ ফকীহ, উসূলবিদ, চিন্তাবিদ ও তাত্ত্বিকদের লেখনীতে বহুমাত্রিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সেই সাথে এই পরিভাষাকেন্দ্রিক চিন্তাধারাও সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। ইসলামী শরীয়তে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এই গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাটি বাংলা ভাষায় প্রায় অনুচ্চারিত রয়ে গেছে। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে আলোচ্য প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, প্রাক-আধুনিক বিশেষজ্ঞ আলেমদের ‘আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ’ নিয়ে যে বোঝাপড়া ছিল, আধুনিক সময়ের মুসলিম স্কলারগণ তার অনেক কিছুই পুনর্বিবেচনা করছেন। একই সঙ্গে, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এই চিন্তাগত পার্থক্যের মূল উৎস অনুসন্ধান করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। প্রবন্ধের মাধ্যমে এটাও স্পষ্ট হয়েছে যে, উক্ত পরিভাষাকে কেন্দ্র করে দুটি ভিন্ন সময় ও বাস্তবতায় অবস্থানকারী মুসলিম মনীষীদের মাঝে যে চিন্তাগত পার্থক্য ও দূরত্ব তৈরি হয়েছে, সেগুলোর সমন্বয় সাধন যথেষ্ট জটিল ও দূরূহ।

মূলশব্দ: আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ, মুজতাহিদ, শাসক, রাষ্ট্র, আধুনিক সময়।

ভূমিকা

দলগতভাবে জীবনযাপনের প্রেরণা থেকেই নাগরিক সভ্যতার শুরু। নাগরিক সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা। একটি সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার আওতায় সমাজে বসবাসরত সকল মানুষের দায়িত্ব ও জাগতিক মর্যাদা সমান নয়। কেননা, নৈতিকভাবে (morally) মানুষের মর্যাদা সমান হলেও জাগতিক ক্ষেত্রে গুণগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে মর্যাদাগত তারতম্য দেখা যায়[১]। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿و اللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾

আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদের একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন... (al-Qur’ān, 16:71)

জাগতিক পর্যায়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব থাকে একজন শাসকের। আর শাসক নির্বাচনে প্রয়োজন হয় একদল জ্ঞানী, কর্তব্যপরায়ণ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বের, যারা জাতির সামগ্রিক কল্যাণের বিষয়টি সামনে রেখে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিতে সক্ষম। ‘আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ’ পরিভাষাটি এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখেই মুসলিম আলেম, ফকীহ ও চিন্তাবিদদের লেখনীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে

১. এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন তা হলো, ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মানুষের ইহলৌকিক মর্যাদা ও তার পারলৌকিক শ্রেষ্ঠত্ব ‘একই সূত্রে গাঁথা’ (mutually inclusive) কোনো বিষয় নয়। জাগতিক বিচারে মর্যাদাবান- এমন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রিয় নাও হতে পারে। তেমনি আপাতদৃষ্টিতে দুনিয়ার মানুষের কাছে তুচ্ছ ব্যক্তিও আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান হতে পারেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لاَ يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ...

‘মাথায় উস্কুখুস্কু চুল ও দেহে ধূলিমলিন দু’খানা পুরাতন কাপড় পরিহিত এরূপ অনেক ব্যক্তি রয়েছে যার প্রতি লোকেরা দৃষ্টিপাত করে না। অথচ সে আল্লাহর নামে শপথ করে ওয়াদা করলে তিনি তা সত্যে পরিণত করেন...’ (al-Tirmidhī 1998, 3856)

আসছে। বিশেষত শরয়ী মূলনীতির আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ পরিভাষাটির উপস্থিতি যেন অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় প্রবন্ধের প্রথম অংশে সাহিত্য পর্যালোচনা উপস্থাপনা করা হয়েছে। এতে আধুনিক সময়ের বেশ কিছু নিবন্ধ ও গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। এরপরে উক্ত পরিভাষার উদ্ভব ও পরিচয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে প্রাক-আধুনিক ও আধুনিক সময়ের আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে উক্ত পরিভাষার প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে আধুনিক সময়ের বিদগ্ধ আলেমদের কিছু পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। পাঠক এর মাধ্যমে ইসলামী ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষার চিন্তাগত বিবর্তন সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন। সেই সাথে প্রবন্ধটি কলেবরে দীর্ঘ না হলেও বাংলা ভাষায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনা হবে বলে আমরা আশা করি।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটিতে বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বর্ণনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাক-আধুনিক ও আধুনিক সময়ের প্রথিতযশা মুসলিম চিন্তাবিদ ও আলেমদের বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে তাঁদের বক্তব্যের মূল নির্যাসের পর্যালোচনা করা হয়েছে। উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে যেন, প্রদত্ত উদ্ধৃতিটি সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয় এবং তা যেন প্রসঙ্গ-বর্হিভূত (out of context) না হয়। বক্তব্য স্পষ্টীকরণের স্বার্থে ক্ষেত্রবিশেষ ফুটনোট ব্যবহার করা হয়েছে। একটি গবেষণা প্রবন্ধ হিসেবে প্রবন্ধকারের নিজস্ব অভিমতের বহি:প্রকাশ অনিবার্যভাবে বিভিন্নস্থানে উল্লিখিত হলেও পরিমিতিবোধের ব্যাপারে সতর্ক থাকা হয়েছে যেন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মনীষীদের চিন্তা ও বোঝাপড়া অবমূল্যায়িত না হয়।

সাহিত্য পর্যালোচনা

বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় অতীত ও বর্তমানের আলেমগণ উক্ত পরিভাষার আলোচনা বিভিন্ন আঙ্গিকে চলমান রেখেছেন। প্রবন্ধের এ অংশে আধুনিক সময়ের বিদগ্ধ স্কলারগণ উক্ত পরিভাষাকে কিভাবে উপস্থাপন করেছেন তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো। অনুমিতভাবেই সকল লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের উল্লেখ করা এখানে সম্ভব হয়নি। তবে আশা করা যায়, উল্লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের মাধ্যমেই উক্ত পরিভাষাকেন্দ্রিক আধুনিক পাঠ (modern discourse) সম্পর্কে যথেষ্ঠ ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে।

ড. আদেল ইব্রাহিম আল মাহরুক তাঁর রচিত -أهل الحلّ والعقد بين الأصالة والمعاصرة- শীর্ষক প্রবন্ধে আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলেমদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দেন যে, বেশ কিছু দিক থেকে এটা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিদ্যমান সংসদীয় কমিটির মত মনে হলেও আদতে এটি সেরকম নয় বরং উভয়ের মাঝে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। সেই সাথে তিনি নতুন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তৈরি করার কথা বলেন, যা রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সার্বিক তদারকির ক্ষমতা রাখবে (al-Maḥrūq 2018, 102)।

আহমাদ আল বাদিউই রচিত -الشروط المعتبرة في أهل الحل والعقد دراسة مقارنة- প্রবন্ধে আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ হিসেবে গণ্য হওয়ার বিভিন্ন শর্ত নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আধুনিক রাজনৈতিক বাস্তবতায় নারী ও অমুসলিমগণ আহলুল হাল্ল হতে পারবেন কিনা– সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধকারকের মতে, কিছু শর্ত সাপেক্ষে এদেরকে আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে (al-Badīwī 2020, 31)।

মাজদী মুহাম্মাদ কুওয়াইদির তাঁর রচিত دور اهل الحل والعقد في نقض القرارات السياسية- শীর্ষক অভিসন্দর্ভে আহলুল হাল্লদের বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে ভেটো (veto) দেয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (Quwaydir 2007, 184)।

ড. বিলাল সফিউদ্দীন তাঁর- أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي بحث مقارن- শীর্ষক অভিসন্দর্ভে উক্ত পরিভাষার তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ (যেমন, পরিভাষার শুরু, ব্যবহার, সংজ্ঞা, নববী যুগে এর ধরন ইত্যাদি) গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন। পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ আলোচনার শেষে তিনি বলেন, ইসলামী পরিচয়কে আইনী উৎস হিসেবে গণ্য করা এবং সুন্দরভাবে শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে একে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে মতানৈক্য থাকলে আহলুল হাল্ল-এর যথার্থতা ও কার্যকারিতা নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়তে হবে (Ṣafyu al-Dīn 2011, 477)।

বাংলা ভাষায় উক্ত পরিভাষা নিয়ে গবেষণামূলক স্বতন্ত্র প্রবন্ধ কিংবা মৌলিক গ্রন্থ আমার চোখে পড়েনি। তবে কিছু অনূদিত গ্রন্থে অন্যান্য অনেক বিষয়ের সাথে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা রয়েছে। যেমন, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম অনূদিত 'ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা' নামক গ্রন্থের ৩০-৩১ পৃষ্ঠায় উক্ত পরিভাষা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি সদরুল আমিন সাকিব কর্তৃক অনূদিত 'ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা' নামক গ্রন্থের ২৫১-২৬৭ পৃষ্ঠাতে এ ব্যাপারে তুলনামূলক কিছু আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ দুটির কোনোটিই মৌলিক ও পর্যালোচনামূলক গ্রন্থ নয়।

গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য

সাহিত্য পর্যালোচনায় আমরা দেখেছি, আরবী ভাষায় উক্ত পরিভাষা নিয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভ যথেষ্ট পরিমাণে রচিত হলেও বাংলা ভাষায় এই বিষয়টি যথাযথ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়নি। সুতরাং মুসলিম স্কলারদের মৌলিক গ্রন্থাবলীতে বহুল ব্যবহৃত এই পরিভাষা সম্পর্কে বাংলা ভাষায় যে জ্ঞানগত ঘাটতি রয়েছে তা প্রমাণিত। নির্মোহ পর্যালোচনামূলক বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে এই প্রবন্ধটি সেই ঘাটতি কিছুটা হলেও পূর্ণ করবে বলে আমরা আশা রাখি। সেই সাথে উল্লিখিত বিষয়ে মুসলিম বিশেষজ্ঞদের প্রণীত তত্ত্ব ও এর প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে আধুনিক

সময়ের মনীষীগণ যে পর্যালোচনাগুলো হাজির করেছেন, ক্ষুদ্র পরিসরে সেসবের সাথে বাংলাভাষী পাঠকের পরিচয় ঘটানোও প্রবন্ধের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য।

আধুনিক ও প্রাক-আধুনিক প্রপঞ্চ

আঠারো শতকের শেষের দিকে সম্রাট নেপোলিয়ানের মিসর আক্রমণের মাধ্যমে যে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, তা মুসলিম বিশ্বকে আধুনিকতার দিকে ধাবিত করেছিল। এই আক্রমণ শুধুমাত্র সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি নিয়ে আসেনি, বরং এর মাধ্যমে পশ্চিমী ধাঁচের শিক্ষা, বিজ্ঞান, রাজনীতি ও প্রশাসনিক কাঠামোর পরিচয়ও মুসলিম বিশ্বে প্রবাহিত হয়েছিল। এর ফলে, মুসলিম বিশ্বে আধুনিকতার যাত্রা শুরু হয়, যা পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্রগুলির সমাজ কাঠামো, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনায় বিশাল প্রভাব ফেলেছিল।

প্রবন্ধে সাধারণভাবে ১৮ শতকের আগ পর্যন্ত সময়কে 'প্রাক-আধুনিক' হিসেবে এবং ১৮ শতকের শেষ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়কে 'আধুনিক' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে, আধুনিক ও প্রাক-আধুনিক সময়ের সীমানা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা কঠিন, কারণ বিভিন্ন অঞ্চল ও সমাজে এর প্রভাব ভিন্নভাবে বিস্তার লাভ করেছে।

লক্ষ্যণীয় যে, 'প্রাক-আধুনিক' শব্দটি একটি বিস্তৃত ঐতিহাসিক সময়কালের বিশেষ সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে ব্যবহৃত হয় যা অনেকসময়ই 'আধুনিকতা'-র বিপরীত অর্থ প্রদান করে। যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো: প্রাক-আধুনিক ও আধুনিক- উভয় শব্দই এক ধরনের ইউরোপকেন্দ্রিক (eurocentric) দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে যার মূলে রয়েছে, পশ্চিমী অভিজ্ঞতা ও উৎকর্ষতা- কে আধুনিকতার মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা যেখানে ইউরোপীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ও মূল্যবোধকে বিশ্বের কেন্দ্র বা আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইউরোপীয় মানদণ্ডে বিচার করার কারণে অন্যান্য সভ্যতা বা সংস্কৃতিকে 'পশ্চাৎপদ' বা 'অপরিপক্ব' মনে করা হয় এবং প্রায়শই তাদের অবদান গৌণ হিসেবে দেখানোর একটি প্রবণতা দেখা যায়।

এই ইউরোসেন্ট্রিক মানসিকতার কারণে দেখা যায়, অনেক পশ্চিমা ঐতিহাসিক, রাজনীতিবিদ, গবেষক ও ভাষ্যকার এমন ধারণা ছড়িয়েছেন যে, ইসলামকে আধুনিক বিশ্বে তার স্থান ও মতাদর্শ পুনর্বিবেচনা করতে হবে। তাদের দাবি অনুসারে, ইসলামকে ১৫শ থেকে ১৯শ শতকের মধ্যে পশ্চিমে ঘটে যাওয়া পুনর্জাগরণ, সংস্কার ও আলোকায়নের মতো পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যেহেতু এই আন্দোলনগুলোর মাধ্যমেই পশ্চিমা সমাজ 'আধুনিক' হয়ে ওঠে। এই ধ্যান-ধারণাকে মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ ক্রিস্টোফার ডে বেলাইগ পশ্চিমাদের একটি ঐতিহাসিক ভুল (historical fallacy) বলে আখ্যা দিয়েছেন, যা ইসলামের বৈচিত্র্যময়তা এবং তার ঐতিহাসিক অবদানকে উপেক্ষা করে (de Bellaigue 2017, 8)।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে 'প্রাক-আধুনিক' ও 'আধুনিক' শব্দদ্বয় মূলত একটি নির্দিষ্ট সময়কাল এবং চিন্তার পরিবর্তনের ধারা নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এ শ্রেণিবিন্যাস কোনো স্থিরকৃত কাঠামোর নির্দেশক নয়, বরং এটি গবেষণার সুবিধার্থে একটি প্রায়োগিক বিন্যাস। এখানে আলোচিত মুসলিম চিন্তাবিদদের সবাই যে সম্পূর্ণভাবে 'প্রাক-আধুনিক' বা 'আধুনিক' পরিসরে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান–এমন কোনো দাবি এই প্রবন্ধে করা হয়নি। বরং এই সময়কালগত বিন্যাস শুধুমাত্র চিন্তার বিবর্তন বোঝানোর একটি পদ্ধতি এবং কিছু নির্দিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতার নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এছাড়া, যেসব আধুনিক মুসলিম আলেমদের চিন্তাভাবনা এখানে স্থান পেয়েছে, তাঁরা সবাই যে ইউরোপীয় আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য ও প্রকরণকে গ্রহণ করেছেন বা তাঁদের চিন্তাধারা যে একই রকম আধুনিকতার দোষে দুষ্ট–এমন ভাবাও ঠিক হবে না। বরং তাঁদের চিন্তায় আধুনিকতার কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন পাওয়া গেলেও, তাঁরা যে নিজ নিজ প্রেক্ষাপটের আলোকে নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক উৎস থেকে চিন্তাকে বিনির্মাণ করেছেন- এতে কোনো সন্দেহ রাখা ঠিক হবে না।

সবশেষে, পাঠকের মনে রাখা উচিত যে, প্রত্যেক চিন্তাবিদ তাঁর নিজস্ব সময়, সংস্কৃতি, ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলের দ্বারা প্রভাবিত হন। সময়ের পরিবর্তন এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রবাহ চিন্তার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যা কোনো ব্যক্তি বা চিন্তাবিদ এড়িয়ে যেতে পারেন না। তবে এটি কোনোভাবে তাদের চিন্তার মৌলিকত্ব বা স্বকীয়তাকে ম্লান করে না, বরং চিন্তার প্রেক্ষাপটকে আরও বোধগম্য করে তোলে।

'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' এর ব্যুৎপত্তিগত আলোচনা

'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' (أهل الْحل وَالْعقد) পরিভাষাটি তিনটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। যথা: أهل(আহলুন), الْحل(হাল্ল) এবং الْعقد(আকদ)।

প্রথমেই রয়েছে 'আহলুন' (أهل) শব্দ। এর বাংলা অর্থ: পরিবার-পরিজন, অধিকারী, যোগ্য, উপযুক্ত ইত্যাদি (Faẓlur Raḥmān 2015, 188)। উল্লিখিত অর্থে কুরআন-সুন্নাহতে শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন, 'পরিবার-পরিজন' অর্থে। আল্লাহর বাণী,

﴿إِذْ قَالَ مُوْسَى لِأَهْلِهِ إِنِّيْ آنَسْتُ نَارًا...﴾

'স্মরণ করুন, যখন মূসা তার পরিবারের লোকদেরকে বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি আগুন দেখেছি...'(al-Qur'ān, 27:7)

যোগ্য ও উপযুক্ত অর্থে। যেমন হাদীসে দুআ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে,

أَهْلٌ أَنْ تُحْمَدَ...

'আপনিই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য...' (al-Ṣan'ānī 1403H, 5142)

হাল্ল (حل) শব্দটির সহজ বাংলা অর্থ: সমাধান, মীমাংসা, নিষ্পত্তি ইত্যাদি (Faẓlur Raḥmān 2015, 415)। শব্দটির মূল ধাতু হচ্ছে: ح-ل – ل। আরবী ভাষায় এই ধাতু

থেকে উৎকলিত অর্থের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কোনো আইনী বন্ধন বা জটিলতা থেকে মুক্ত হওয়া। যেমন, মুহরিম ব্যক্তি 'ইহরাম' খুলে ফেললে বলা হয়,

حل المحرم من إحرامه

'মুহরিম তার ইহরাম থেকে মুক্ত হয়েছে' (Khalīl 1996, 93)

আল্লাহর নবী মুসা আ. তাঁর শারীরিক জটিলতা তথা জিহ্বার আড়ষ্টতা দূর করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেন,

﴿وَ احۡلُلۡ عُقۡدَةً مِّنۡ لِّسَانِیۡ﴾

'এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন' (al-Qur'ān, 20:27)

عقد শব্দটি (বহুবচনে: উকুদ) শক্ত গিঁট বা বন্ধন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন দড়ি দিয়ে কোনো কিছু শক্ত করে বেঁধে রাখার ক্ষেত্রে আরবরা বলে, عقدت الحبل عقدا (আমি দড়ি শক্ত করে বেঁধেছি)। উপরিউল্লিখিত আয়াতেও দেখা যায়, জিহ্বার জড়তা[২] বোঝাতে 'উকদাহ' (عُقۡدَة) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম তাবারী রহ. বলেন,

و"العقود" جمع"عَقْدٍ"، وأصل"العقد"، عقد الشيء بغيره، وهو وصله به، كما يعقد الحبل بالحبلِ، إذا وصل به شدًّا

উকুদ (العقود) হচ্ছে আকদ এর বহুবচন। এর মূল অর্থ হচ্ছে, কোনো বস্তুকে অন্যের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া যেমন এক দড়িকে অন্য দড়ির সাথে শক্ত করে জুড়ে দেয়া হয়। (al-Ṭabarī 2001, 8:7)

এই বুৎপত্তিগত অর্থ থেকেই মূলত বিভিন্ন চুক্তি (যেমন– বিয়ে, ব্যবসা ইত্যাদি) বা দৃঢ় শপথের ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহার হয়। কেননা, এতে দুই পক্ষ পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। আরবী ভাষার অন্যতম প্রাচীন অভিধান রচিয়তা খলীল আল ফরাহেদী শপথের সাথে 'আকদ' শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে বলেন,

وعقد اليمين أن يحلف يمينا لا لغو فيها ولا استثناء فيجب عليه الوفاء بها

এমন দৃঢ় শপথ করা যাতে অনর্থক ও ব্যতিক্রমী কোনো কিছু থাকবে না এবং এটা পূর্ণ করা আবশ্যক হবে।

তিনি আরো উদাহরণ দিয়ে বলেন,

وعقد قلبه على شيء: لم ينزع عنه

(বলা হয়) সে তার মনকে কোনো বিষয়ের ওপর 'আকদ' করেছে। এর অর্থ: তার অন্তর থেকে সে বস্তু ছিনিয়ে নেয়া যাবে না (অর্থাৎ, বিষয়টি শক্তভাবে তার মনে গেঁথে গেছে) (al-Farāhīdī ND, 1:140)।

প্রাক-ইসলামী যুগের বিখ্যাত কবি আমর ইবনে কুলছুমের কবিতায় উল্লিখিত অর্থগুলো ভালোভাবে ফুটে ওঠেছে। নিজ গোত্র 'তাগলিব'-এর বীরত্ব ও বদান্যতার কথা বর্ণনা

২. জিহ্বার জড়তাও এক ধরনের গিঁট। জিহ্বা আটকে যাওয়ার কারণেই মূলত জড়তা বা তোতলামির অবস্থা তৈরি হয়।

করে তিনি বলেন,

متى نعقد قرينتنا بحبل تجُذّ الحبل أو تقصِ القَرِينا

ونُوْجَد نحن أمنَعَهُم ذِمَارا وأوْفَاهم إذا عقَدوا يَمينا

'(যুদ্ধক্ষেত্রে) যখন আমরা আমাদের 'উট'[৩]দের একদড়িতে শক্ত করে জুড়ে দিই, তখন (যুদ্ধের তীব্রতায়) দড়ি খুলে যায় আর না হয় উটের ঘাড় ভেঙ্গে যায়। আর মানুষের মধ্যে আমাদেরকেই পাওয়া যাবে যারা যিম্মাদারী রক্ষায় অধিক সচেতন এবং কৃত অঙ্গীকার যথাযথভাবে পূর্ণকারী।'

'আহলুল আকদ ওয়াল হাল্ল' এর শাব্দিক বিশ্লেষণে ড. সাদ আল-গামেদী বলেন,

فالعقد أي عقد البيعة ، والحل أي نقضها ، وأهلأيصاحب أي الذي يملك العقد والنقض

আকদ দ্বারা উদ্দেশ্য 'আকদুল বাইআত' তথা বাইআত সম্পন্ন করা। 'হাল্ল' অর্থ: বাইআত প্রত্যাখ্যান করা এবং 'আহল' দ্বারা উদ্দেশ্য যিনি বাইআত সম্পাদন করা এবং প্রত্যাখ্যান করার অধিকারী (al-Ghāmidī 2013, 1:149) ।

দেখা যাচ্ছে যে, 'হাল্ল' (حل) দ্বারা বাইআত প্রত্যাখ্যান করা এবং 'আকদ'(عقد) দ্বারা বাইআতের শপথ করা বোঝাচ্ছে। এখান থেকে প্রশ্ন হতে পারে, আগে কেনো 'হাল্ল' শব্দ উল্লেখ করা হচ্ছে? বাইআত প্রত্যাখান করতে হলে তো আগে বাইআত সম্পাদন করতে হয়। সে দিক থেকে 'আহলুল আকদ ওয়াল হাল্ল' বলাই কি সঙ্গত নয়? এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, আসলে এখানে ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করাকে উদ্দেশ্য করা হয়নি বরং আরবী উচ্চারণের সহজতার জন্যই 'আকদ' শব্দকে পরে আনা হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী আলেমদের অনেকেই শব্দদুটিকে আগ-পিছ করে উল্লেখ করেছেন (al-Ṭarīqī 1419H, 27)। বাংলাতেও এরকম নজীর দেখা যায়। যেমন মাওলানা আব্দুর রহীম রহ. বাংলা ভাষায় এর শাব্দিক অনুবাদ করেছেন 'ভাঙ্গা-গড়ার জন্য দায়িত্বশীল' (Zaydān 2012, 30)। 'গড়া-ভাঙা' শব্দের চেয়ে 'ভাঙ্গা-গড়া' শুনতে অধিক শ্রুতিমধুর।

ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ

এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, আল কুরআনে উক্ত পরিভাষাটি উল্লিখিত হয়নি। তবে মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক অঙ্গনে শুরা[৪], বাইআত[৫], উলিল আমর[৬], নাকীব[৭]

৩. উটকে এখানে القرينة বলা হয়েছে। এটা এমন উট যার মধ্যে রুক্ষতা রয়েছে। এ অবস্থায় অন্য উটের সাথে তাকে জুড়ে দেয়া হয়। ফলে রুক্ষতা কমে শান্ত স্বভাবের হয়ে যায়। কবির উদ্দেশ্য হচ্ছে: যেভাবে এক উটের সাথে অন্য উট বেঁধে ফেলার মাধ্যমে অন্য উট শান্ত হয়ে যায়, তেমনি আমরা যখন অন্য গোত্রের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ি, তখন প্রতিপক্ষও দুর্বল হয়ে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

৪. আল্লাহর বাণী: ﴿ وَ اَمۡرُهُمۡ شُوۡرٰی بَیۡنَهُمۡ...﴾ অর্থ: 'তাদের কার্যাবলি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে...' (al-Qur'ān, 41:38)

৫. আল্লাহর বাণী: ﴿ لَقَدۡ رَضِیَ اللّٰهُ عَنِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اِذۡ یُبَایِعُوۡنَکَ تَحۡتَ الشَّجَرَةِ ... ﴾ অর্থ: 'মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে আপনার নিকট বাইআত গ্রহণ করল তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন...' (al-Qur'ān, 48:18)

ইত্যাদি কুরআনী পরিভাষার প্রচলন ছিল। অনেকেই মনে করেন, এসব পরিভাষার মধ্যেই 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ'- এর ধারণাটি নিহিত আছে। অপরদিকে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর বক্তব্যেও পরিভাষাটির কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে সুনানে নাসাঈতে উবাই ইবনে কাব রা. এর জবানিতে কিছুটা ভিন্ন উচ্চারণে 'আহলুল উকাদ' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন কায়স ইবনু আব্বাদ বর্ণনা করেন,

...فَقَالَ: هَلَكَ أَهْلُ الْعُقَدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثَلَاثًا... قُلْتُ: يَا أَبَا يَعْقُوبَ مَا يَعْنِي بِأَهْلِ الْعُقَدِ قَالَ: الْأُمَرَاءُ

'...তিনি (উবাই ইবনে কাব রা.) কিবলার দিকে মুখ করে তিনবার বললেন, কাবার প্রভুর কসম! আহলে উকাদ ধ্বংস হয়ে গেছে। ... আমি বললাম, হে আবু ইয়াকূব! 'আহলে উকদ'- এর অর্থ কি? তিনি বললেন, নেতৃবর্গ। (al-Nasāyī 2015, 808)

এছাড়া নববী যুগে আল্লাহর রাসূল ﷺ কর্তৃক আকাবার শপথে নাকীব নির্বাচন করা, খোলাফায়ে রাশেদার সময়ে বনী ছাকীফার চত্বরে আবুবকর রা. এর বাইআত গ্রহণ[৮], অন্তিম সময়ে উমর রা. কর্তৃক শুরা সদস্যেদের নির্বাচিত করার মধ্যেও [৯] আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদের ধারণা রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

উল্লিখিত ঘটনাবলিতে সাধারণ যে বিষয়টি ফুটে ওঠে তা হলো, জাতির যুগসন্ধিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুদায়িত্ব সমাজের কর্তৃত্বশীল ও জ্ঞানীব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন উমর রা. কর্তৃক নির্বাচিত শুরা সদস্যেদের ব্যাপারে ইবনু হাজার রহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) আল্লামা তাবারীকে উদ্ধৃত করে বলেন,

لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم

উমর খিলাফতের বিষয়টি যে ছয়জন ব্যক্তির পারস্পরিক পরামর্শের উপর ন্যস্ত করেছিলেন, তাঁদের যে রাজনৈতিক বোঝাপড়া, জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেচনা এবং দীনদারিতা, হিজরত ও অগ্রগামিতা ছিলো, মুসলিমদের মধ্যে আর কারও এরূপ মর্যাদা ছিলো না। (Ibn Ḥajar 1379H, 13:198)

হিজরী তৃতীয় শতকে ইমাম আহমাদ রহ. (মৃ. ২৪১ হি.)-এর বক্তব্যে সর্বপ্রথম উক্ত পরিভাষার সম্পূর্ণ উল্লেখ পাওয়া যায় (Ṣafyu al-Dīn 2011, 40)। শাসকের জন্য

৬. আল্লাহর বাণী: ﴿ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ...﴾ অর্থ: 'তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের...' (al-Qur'ān, 4:59)

৭. আল্লাহর বাণী: ﴿ وَ لَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا... ﴾ অর্থ: 'আল্লাহ বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, আর তাদের মধ্যে বারজন নাকীব (দলপ্রধান) নিযুক্ত করেছিলেন...' (al-Qur'ān, 5:12)

৮. এ বিষয়ে সহীহ বুখারীতে দীর্ঘ হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। (al-Bukhārī 2015, 6830)

৯. বিস্তারিত জানতে সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী' দেখা যেতে পারে। (Ibn Ḥajar 1379H, 13:195-198)

নেতৃত্ব বৈধ হওয়ার গুণাবলি উল্লেখ করার পরে তিনি রহ. বলেন,

...فإن شهد له بذلك أهل الحل و العقد من علماء المسلمين و ثقاتهم أو أخذ هو ذلك لنفسه ثم رضيه المسلمون جاز له ذلك

মুসলিম আলেম ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের'মধ্যে আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' যদি শাসকের ব্যাপারে উক্ত গুণাবলির সাক্ষ্য দেয় অথবা শাসক যদি নিজেই ক্ষমতা গ্রহণ করে ফেলে এবং পরবর্তীতে মুসলিমরা তাঁর ব্যাপারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে- তাহলে তাঁর জন্য নেতৃত্ব বৈধ হবে...। (Ibn Ḥanbal 1408H, 124)

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, ইমাম আহমাদ রহ. এর বক্তব্যে শুধুমাত্র পরিভাষাটি উল্লেখ আছে। এর পরিচয় সম্পর্কে কোনো বক্তব্য নেই।

হিজরী ৪র্থ শতকে ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরীর (মৃ. ৩২৪ হি.) গ্রন্থে শুধু 'আহলুল আকদ' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১০] হিজরী ৫ম শতকে ইমাম বাকিল্লানি (মৃ. ৪০৩ হি.) তাঁর تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل-গ্রন্থের বেশ কয়েকস্থানে উক্ত পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এছাড়া বিখ্যাত শাফেয়ী ফকীহ আল-মাওয়ার্দী (মৃ. ৪৫০ হি.) এবং হাম্বলী ফকীহ আবু ইয়ালা আল-ফাররা (মৃ. ৪৫৮ হি.) তাঁদের প্রসিদ্ধ -الأحكام السلطانية - তে এই পরিভাষা ব্যবহার করে একে ইসলামী ঐতিহ্যে পাকাপাকিভাবে স্থান করে দেন (al-Ṭarīqī 1419H, 18)। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, উক্ত ফকীহদের কারও বক্তব্যেই পরিভাষাটির স্পষ্ট কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, শুরুতে আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ পরিভাষাটি একটি 'ধারণা' (মাফহুম) হিসেবে বিদ্যমান ছিল। সময়ের পরিবর্তনে তা নির্দিষ্ট শাব্দিক পরিভাষা হিসেবে ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারে স্থান পায়, যা আলেমদের চিন্তাধারায় প্রভাব ফেলে।

'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' এর পরিচয়

প্রবন্ধের এ অংশে 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' এর পরিচয় সম্পর্কে প্রাক-আধুনিক ও আধুনিক সময়ের আলেমদের চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হলো:

▪ প্রাক-আধুনিক সময়ের মুসলিম আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রাক-আধুনিক সময়ের মুসলিম আলেমদের 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা ও বোঝাপড়া কেমন ছিল– তা ভালোভাবে বোঝার জন্য তাঁদের রচনাবলিতে উল্লিখিত এ সংশ্লিষ্ট বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। যেমন:

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী রহ. (মৃ. ৫০৫ হি.) এই পরিভাষাটিকে ইজমা সংক্রান্ত

১০. ইমাম আল-আশআরী এটাকে নিজের কথা হিসেবে বলেননি। বরং খারেজীদের বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর পুরো বক্তব্য নিম্নরূপ:

وكان علي إماماً بعقد أهل العقد له بالمدينة

(খারেজীদের একদল বলে) আলী ইমাম হয়েছিলেন মদীনাতে তাঁর কাছে থাকা 'আহলুল আকদ' এর হাতে শপথ নেয়ার মাধ্যমে (al-'Ash'arī 2005, 2:340)।

আলোচনায় উল্লেখ করেছেন। তিনি রহ. উল্লেখ করেন,

كل مجتهد مقبول الفتوى فهو أهل الحل والعقد قطعا ولا بد من موافقته في الإجماع

'ফতোয়া গ্রহণ করা হয়– এমন সকল মুজতাহিদই অকাট্যভাবে 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' হিসেবে বিবেচিত। ইজমা হতে হলে তাঁদের ঐকমত্য আবশ্যক (al-Ghazālī 1993, 143)।

প্রখ্যাত শাফেয়ী ফকীহ ও উসূলবিদ ইমাম রাযি রহ. (মৃ. ৬০৬ হি.) ইজমার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ﷺ على أمر من الأمور...ونعني بأهل الحل والعقد المجتهدين

ইজমা হলো উম্মতে মুহাম্মাদীর 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' এর কোনো বিষয়ের উপর ঐকমত্য হওয়া...আর এখানে 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' বলতে আমরা মুজতাহিদগণকে বোঝাচ্ছি (al-Rāzī 1997, 4:20)।[১১]

ইমাম নববী রহ. (মৃ. ৬৭৬ হি.) বাইআতের মাধ্যমে 'ইমামত' (নেতৃত্ব) সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন,

والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم

বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে, সমাজের প্রভাবশালী মানুষ, নেতৃবৃন্দ এবং আলেমদের মধ্যকার আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ- এর বাইআতের মাধ্যমে ইমামত প্রতিষ্ঠা হয়। (al-Nawawī 2005, 500)

এই কথার ব্যাখ্যায় দামিরী (মৃ. ৮০৮ হি.) বলেন,

لأن الأمر ينتظم بهم، ويتبعهم سائر الناس

কেননা তাদের মাধ্যমেই বিভিন্ন বিষয়াদি পরিচালিত হয় এবং লোকেরা তাদের অনুসরণ করে... (al-Damīrī 2004, 9:65)

মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ ও উসূলবিদ ইমাম কারাফি রহ. (মৃ. ৬৮৪ হি.) ইজমার সংজ্ঞা উল্লেখ করে বলেন,

...وبأهل الحل والعقد المجتهدين في الأحكام الشرعية

...এবং 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' বলতে শরয়ী বিধান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মুজতাহিদদের বোঝানো হয়েছে (al-Qarāfī 1994, 1: 114)।

---

১১. হিজরী নবম শতাব্দীর ইরানী সুন্নী স্কলার নিযামুদ্দীন (মৃ. ৮৫০হি.) সূরা নিসার ৪১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযীকে উদ্ধৃত করেন এভাবে যে,

لا بد في كل عصر من أقوام تقوم الحجة بقولهم ويكونون شهداء على غيرهم وهم أهل الحل والعقد فيكون إجماعهم حجة

'প্রত্যেক যুগেই একদল লোক থাকে যাদের কথা প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত হয় এবং অন্যদের ওপরে তাঁরা 'সাক্ষী'র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। এরা হচ্ছেন আহলুল হাল ওয়াল আকদ। এদের ঐকমত্য হুজ্জাত (দৃঢ় প্রমাণ) হিসেবে ধর্তব্য হবে। (Niẓām al-Dīn 1416H, 4:297)

ইমাম রাযীর উপরিউক্ত বক্তব্যদ্বয়কে মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে, তিনি 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' পরিভাষা দ্বারা মুজতাহিদ আলেম ছাড়া অন্য কিছু মনে করতেন না।

প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ আল্লামা আইনী রহ. (মৃ. ৮৫৫হি.) পবিত্রতা সম্পর্কিত একটি মাসআলার ফিকহী বিধান উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন,

بول الآدمي الكبير فحكمه أنه نجس مغلظ بإجماع المسلمين من أهل الحل والعقد

মুসলিমদের 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' এর ঐকমত্যে বড় মানুষের পেশাব 'নাজাসাতে মুগাল্লাযা' তথা গাঢ় নাপাকী হিসেবে ধর্তব্য হয়। (al-'Ainī 2000, 1:728)

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, আল্লামা আইনী রহ. এখানে 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' বলে মুজতাহিদ আলেমদেরই উদ্দেশ্য করেছেন।

- **আধুনিক সময়ের মুসলিম আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গি**

আধুনিক সময়ের মুসলিম আলেমগণ এর বিভিন্ন সমার্থক পরিভাষা যেমন, আহলে শুরা (أهل الشورى), উলুল আমর (أُولُو الْأَمْرِ), আহলুল ইখতিয়ার (أهل الاختيار) ইত্যাদি শব্দাবলি ব্যবহার করেছেন। এ সংক্রান্ত বিষয়ে আধুনিক সময়ের বরেণ্য ফকীহ ও স্কলারদের কিছু বক্তব্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

শায়খ রশীদ রিদা রহ. (মৃ. ১৩৫৪ হি.) তাঁর শিক্ষক শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুহুর বরাতে উল্লেখ করেন,

المراد بأولي الأمر جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين، وهم الأمراء والحكام، والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة

'উলিল আমর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলিমদের আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ। আর তাঁরা হলেন, নেতা, শাসক, আলেম, সেনানায়ক এবং সেই সকল কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যাদের কাছে সাধারণ লোকেরা প্রয়োজন ও সামষ্টিক কল্যাণ অর্জনের স্বার্থে গমন করে' (Riḍā 1990, 5:147)

আল্লামা ইবনে আশুর (মৃ. ১৩৯৩ হি.) রহ. 'উলুল আমর' এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন,

فأولو الأمر هنا هم من عدا الرسول من الخليفة إلى والي الحسبة، ومن قواد الجيوش ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين إلى أهل العلم في الأزمنة المتأخرة، وأولو الأمر هم الذين يطلق عليهم أيضا أهل الحل والعقد

উলুল আমর বলতে এখানে উদ্দেশ্য হলো, (রাসূল ব্যতীত) খলীফা, প্রশাসক, সেনানায়ক, ফকীহ সাহাবা ও মুজতাহিদ থেকে নিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ। এদের জন্য 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' পরিভাষাও ব্যবহৃত হয়... ('Āshūr 1983, 5:98)

আধুনিক সময়ের অন্যতম ফকীহ যুহাইলি রহ. (মৃ. ১৪৩৬হি.) বলেন,

وهم العلماء وأصحاب المكانة في الأمة

'তাঁরা হলেন আলেম ও জাতির মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গ' (al-Zuḥailī 1418H, 2:434)

ড. আদেল আল মাহরুক বিভিন্ন সংজ্ঞাকে পর্যালোচনা করে বলেন,

هم جماعة مختارة مؤهلة علميا و عمليا للنظر في شؤون الأمة وفق تعاليم الدين الإسلامي

'তাঁরা হলেন এমন এক নির্বাচিত দল, যারা ইসলামী শিক্ষার আলোকে জাতির ভালো-মন্দ দেখভাল করার ব্যাপারে জ্ঞানগত ও কর্মগতভাবে যোগ্য'। (al-Maḥrūq 2018, 95)

যাফির আল কাসেমী (মৃ. ১৪০৪ হি.) বলেন,

أهل الحل والعقد، أو أهل الاختيار، ترتيب دستوري إسلامي، ابتكره علماء السياسة الشرعية المسلمون

আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ বা আহলুল ইখতিয়ার হলো ইসলামী সাংবিধানিক ব্যবস্থাপনা। পরিভাষাটি রাজনীতি বিশেষজ্ঞ মুসলিম আলেমগণ উদ্ভাবন করেছেন (al-Qāsimī 1987, 232)।

আল কাসেমীর এই মন্তব্যটি আধুনিক সময়ের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তিনি ছাড়া অন্য কেউ একে 'সাংবিধানিক ব্যবস্থাপনা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন কিনা– সে বিষয়ে আরো অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

সংজ্ঞাসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা

উল্লিখিত সকল সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। যেমন:

- প্রাক-আধুনিক সময়ের আলেমদের অনেকেই উক্ত পরিভাষাটি ইমারত তথা শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্র ছাড়াও অন্যান্য (যেমন, তাফসীর, ফিকহ, উসূলে ফিকহ ইত্যাদি) ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

  পক্ষান্তরে আধুনিক সময়ের আলেমগণ উক্ত পরিভাষাটি বেশিরভাগ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছেন। ইসলামী শাস্ত্রের অন্যান্য শাখায় এটা কদাচিৎ উল্লেখ করেছেন।

- প্রাক-আধুনিক সময়ের যেসব ফকীহ ও উসূলবিদগণ শাসনব্যবস্থার প্রসঙ্গ (context) ব্যতীত উক্ত পরিভাষাকে ইজমার অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন, তাঁদের চিন্তাধারায় শরীআহ বিশেষজ্ঞ তথা মুজতাহিদ হওয়ার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। সম্ভবত তাঁরা তাঁদের সময়ের আলোকে মুজতাহিদ আলেমদেরকে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে রাখতে চাইতেন।[১২]

  অন্যদিকে আধুনিক সময়ের মনীষীগণ উক্ত পরিভাষাকে শাসনক্ষমতার অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরা শুধু মুজতাহিদ হিসেবে বর্ণনা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ

১২. শুধুমাত্র মুজতাহিদ আলেম হিসেবে বর্ণনা করার মাধ্যমে উক্ত পরিভাষার দ্যোতনা ও ব্যাপ্তি সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায় কিনা– তা নিয়ে আধুনিক সময়ের আলেমগণ প্রশ্ন তুলেছেন। যেমন, ইমাম রাযীর 'আহলুল ইজমা'দের সাথে 'আহলুল হাল্ল..'দেরকে একত্রে মিলিয়ে দেখার ব্যাপারে রশীদ রিদা মন্তব্য করেন, "ইমাম রাযীর লেখা পড়লে মনে হয় তিনি আলেমদেরকে 'আমিরুল উমারা'- তথা: 'নেতাদের নেতা' মনে করতেন। অথবা এমনটাই হওয়া উচিত বলে ভাবতেন। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা সে রকম ছিলেন না"। (ولكنهم ليسوا كذلك بالفعل) (Riḍā 1990, 5:148)

থাকেননি। বরং জাতির অন্যান্য কর্তৃত্বশীল ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটাকে তাঁদের পক্ষ থেকে সময়ের বিবর্তনে একটি 'বাস্তববাদী পদক্ষেপ' (pragmatic approach) হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

- উভয় সময়ের আলেমদের লেখনীতেই পরিভাষাটি ধারণাগতভাবে (مفهوما) বিভিন্নস্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণে এর সমার্থক পরিভাষার বাহুল্য দেখা যায়।

- পূর্বের আলেমগণ উক্ত পরিভাষার সরাসরি পরিচয় খুবই কম প্রদান করেছেন; বরং পরোক্ষভাবে এর পরিচয় তুলে ধরেছেন।

  পক্ষান্তরে আধুনিক সময়ের আলেমগণ এর সরাসরি পরিচয় প্রদানে অধিকতর সচেষ্ট হয়েছেন।

'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার শর্তাবলি

সাধারণভাবে সর্বযুগের আলেমগণই শরয়ী মূলনীতি ও নিজস্ব ইজাতিহাদের আলোকে মুসলিম সমাজের 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' হিসেবে গণ্য হওয়ার কিছু শর্তের কথা তাঁদের গ্রন্থাবলিতে উল্লেখ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে প্রাক-আধুনিক ও আধুনিক আলেমদের মাঝে কিছু চিন্তার ভিন্নতা দেখা যায়। যেমন, প্রাক-আধুনিক আলেমদের প্রদত্ত শর্তাবলির মধ্যে রয়েছে:

এক. শাসকের গুণাবলি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা

দুই. ন্যায়পরায়ণতা

তিন. প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা (রায়)। (al-Māwardī 1989, 5; al-Dasūqī ND, 4:298)

উপরিউক্ত তিনটি শর্তের বাইরেও পূর্ববর্তী আলেমদের রচনায় কিছু শর্তের উল্লেখ পাওয়া যায় যেগুলোর সাথে আধুনিক সময়ের অনেক স্কলার একমত নন। উক্ত শর্তাবলির মধ্যে অন্যতম হলো: মুসলিম হওয়া ও পুরুষ হওয়া। অর্থাৎ, অমুসলিম ও নারী আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। যেমন, ইমামুল হারামাইন আল জুয়াইনী রহ. (মৃ. ৪৭৮ হি.) বলেন,

فما نعلمه قطعا أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة، فإنهن ما روجعن قط، ولو استشير في هذا الأمر امرأة ; لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة - عليها السلام - ثم نسوة رسول الله - ﷺ – أمهات المؤمنين، ...ولا مدخل لأهل الذمة في نصب الأئمة

'আমরা অকাট্যভাবে জানি যে, নারীদের জন্য শাসক নির্বাচন ও শাসকের কাছে শপথ নেয়ার কোনো বিষয় নেই। এ ব্যাপারে কখনো তাদেরকে ডাকা হয়নি। যদি এ ব্যাপারে কোনো নারীর সাথে পরামর্শের দরকার হতো, তাহলে এর সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন ফাতিমা আ., তারপরে নবীপত্নীগণ (কিন্তু তা করা হয়নি)... আর নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের (যিম্মী) কোনো স্থান নেই' (al-Zuwaynī 1401H, 62)

আল জুয়াইনীর উক্ত বক্তব্যের বিপরীতে আধুনিক সময়ের অনেক বিখ্যাত স্কলারগণ নারীদের অর্ন্তভুক্তির পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন: রশিদ রিদা, মুহাম্মাদ শালতুত, মুহাম্মদ ইউসুফ মুসা ও রামদান বুতীসহ আরো অনেকে (Ṣafyu al-Dīn 2011, 257)।

ড. বিলাল সফিউদ্দীন তাঁর গ্রন্থে নারীদের অর্ন্তভুক্তির ব্যাপারে পক্ষ-বিপক্ষের মতামত বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন যে, যেহেতু আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদের বিষয়টি সামাজিক মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, সেহেতু কোনো নারীর যদি জনসাধারণের মাঝে গ্রহযোগ্যতা থাকে এবং লোকেরা তার মতামতকে গুরুত্ব দেয়, তাহলে তার 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' এর অন্তর্ভুক্ত হতে বাধা নেই। তবে তিনি আরো বলেন, বাইরে সাধারণ কাজকর্ম করার শরয়ী দিকনির্দেশনার ব্যাপারে অনেক নারীই ভালোভাবে জানেন না, এমতাবস্থায় শাসক নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে নারীদের অংশগ্রহণকে বৈধ বলার ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা উচিত[১৩] (Ṣafyu al-Dīn 2011, 260-61)।

অমুসলিমদের আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা– এ ব্যাপারে গবেষক আহমাদ আল বাদিউই পক্ষ-বিপক্ষের দলীলপ্রমাণ বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দেন যে, যদি কোনো অমুসলিম ব্যক্তির মুসলিম দেশে শক্তিশালী বংশীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি থাকে এবং তাকে ইসলামের শরয়ী কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা থেকে দূরে রাখা হয়, তাহলে সে আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে (al-Badīwī 2020, 24)।

পর্যবেক্ষণ

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা বোঝা যায় যে, নারী ও অমুসলিমদের বিষয়ে আধুনিক সময়ের আলেমদের সাথে প্রাক-আধুনিক যুগের আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সুস্পষ্ট। এ মতপার্থক্যের মূলে যতটা না শরয়ী 'নুসূস' (text) এর প্রভাব রয়েছে, তার থেকেও বেশি রয়েছে আধুনিক সময়ে যাপিত জীবনের বাস্তবতা। বিষয়টি এভাবে বলা যেতে পারে যে, আধুনিক সমাজে নারী ও অমুসলিমদের প্রতি আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন শুধুমাত্র শরয়ী নুসূসের ব্যাখ্যা নয়, বরং এই পরিবর্তন সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, বৈশ্বিকীকরণ এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ফলস্বরূপ। আধুনিক সময়ের যাপিত জীবনের বাস্তবতা, যেমন: নারীর কর্মজীবন, শিক্ষায় অংশগ্রহণ, তার সামাজিক অধিকার ইত্যাদি এ সময়ের আলেমদের মধ্যে নতুন ধরনের চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটিয়েছে। এ কারণে প্রাক-আধুনিক সময়ের প্রথাগত মান্যতার পরিবর্তে, তাঁরা আধুনিক মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায় এবং সমতার

১৩. وينبغي التنبه الشديد إلى عدم اللجوء إلى القول بعدم جواز اشتراك المرأة في الانتخاب والترشيح، بسبب الواقع الذي ترى فيه كثير بين النساء غير ملتزمات بضوابط الشرع في عمل المرأة بعامة...

ধারণাগুলোকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। ফলে, তাঁদেরকে প্রাক-আধুনিক যুগের আলেমদের বোঝাপড়া ও সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্নতর সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছে।

'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ'- এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সাধারণত জাগতিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে তাদের দায়িত্ব মুসলিম দেশের শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রিক। এ ব্যাপারে প্রাক-আধুনিক ও আধুনিক সময়ের আলেমদের তেমন কোনো মতভিন্নতা নেই। যুহাইলি রহ. বলেন,

> أما المسائل الدّنيوية كالقضاء والسياسة فهذه فوّض أمرها إلى أهل الحلّ والعقد وهم أهل الشورى، فما أمروا به وجب تنفيذه وقبوله
>
> দুনিয়াবি বিষয়াদি যেমন বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদের নিকট সমর্পণ করা হয়েছে। তারা হলেন আহলে শুরা। তারা যা করার আদেশ দেবেন তা বাস্তবায়ন ও গ্রহণ করা আবশ্যক হবে (al-Zuḥailī 1418H, 3:256)।

সাধারণত আলেমদের রচনায় প্রধানত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা:

এক. শাসক নির্বাচন

'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' এর সদস্যদের প্রদত্ত বাইআতের মাধ্যমেই যে শাসকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়- তা সর্বযুগের আলেমদের লেখায় বিভিন্নভাবে উঠে এসেছে। ইমাম আহমাদ ও নববী রহ. -এর বক্তব্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে (Ibn Ḥanbal 1408H, 124; al-Nawawī 2005, 500)। ইমাম বাকিল্লানী বলেন,

> و بما ذا يصير الإمام إماما قيل لهم إنما يصير الإمام إماما بعقد من يعقد له الإمامة من أفاضل المسلمين الذين هم من أهل الحل والعقد والمؤتمنين على هذا الشأن
>
> (যদি তারা জিজ্ঞেস করে) কীভাবে একজন শাসক 'শাসক' হিসেবে পরিগণিত হবেন- তখন তাদের বলা হবে, শাসকের হাতে মুসলিমদের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের 'আকদ' বা শপথ নেয়ার মাধ্যমে একজন শাসক 'শাসক' হিসেবে গণ্য হবেন। আর এই সর্বোত্তম ব্যক্তিগণ হচ্ছেন আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদের অন্তর্ভুক্ত এবং এই ব্যাপারে (শাসক নির্বাচনের ব্যাপারে) বিশ্বস্ত। (al-Bāqillānī 1987, 467)

দুই. শাসক অপসারণ

প্রয়োজনের খাতিরে শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করা আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদের অন্যতম দায়িত্ব। শাসক ফাসেকী কর্মে লিপ্ত হলে তাকে কিভাবে অপসারণ করা হবে- এ মাসআলায় শাফেয়ীদের দুইটি মতামতের দ্বিতীয়টি বর্ণনা করতে যেয়ে আল-মাওয়ার্দী রহ. উল্লেখ করেন,

> أنه لا يخرج بها من الإمامة حتى يخرجه منها أهل الحل والعقد...و عليهم أن يستتيبوه فإن تاب وإلا خلعوه

যতক্ষণ না আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ শাসককে নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে অপসারণ করা যাবে না। ...এবং তাদের দায়িত্ব হচ্ছে শাসক যদি তওবা করে তাহলে তাকে স্বপদে বহাল রাখবে, অন্যথায় তাকে পদচ্যুত করবে (al-Māwardī 1999, 12:76)।

তিন. শরীয়তের বিধান বর্ণনা করা

পূর্বে আমরা দেখেছি যে, পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আলেম 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' বলতে শুধু মুজতাহিদ আলেমদের বোঝাতেন। যদিও বেশিরভাগ আলেমই শুধু 'মুজতাহিদ' হিসেবে বর্ণনা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। তারপরও এটা স্পষ্ট যে, 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' সভাসদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ আলেম অবশ্যই থাকতে হবে। এ দিকে লক্ষ্য করে ড. আব্দুল্লাহ আল-তারিকি বলেছেন,

لا بد أن يكون فيهم علماء ليكونوا مرجعا في الأمور الشرعية وإن لم يبلغوا درجة الاجتهاد

তাদের মধ্যে অবশ্যই আলেম থাকতে হবে যেনো ইজতিহাদের মর্যাদায় না পৌঁছানো সত্ত্বেও শরয়ী ব্যাপারে তাঁরা মানুষের ভরসাস্থল হতে পারেন। (al-Ṭarīqī 1419H, 112)

ড. ইয়াসির আন-নাজ্জারের মতে, শরীয়তের বিধান বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদের যেসব দায়িত্ব রয়েছে সেগুলো হলো: শরীয়তের বক্তব্য থেকে মাসআলা উদ্ভাবন করা, শরীয়তের মাকাসিদের আলোকে বিভিন্ন মাসআলার মধ্যে অগ্রাধিকার দেয়া, নতুন বিষয়বলিকে পরিস্থিতির আলোকে শরীয়তের মূলনীতি অনুসারে বিশ্লেষণ করা ইত্যাদি (al-Najjār 2015, 258)।

আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ সম্পর্কে প্রাক-আধুনিক ও আধুনিক সময়ের রচনাবলি বিশ্লেষণ করলে উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ের আলোচনাই সাধারণত প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

তত্ত্বের প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত নিয়ে আধুনিক বোঝাপড়া

প্রাক-আধুনিক ও আধুনিক যুগের আলেমদের বহুমুখী উপস্থাপনার প্রেক্ষিতে 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' পরিভাষাটি ইসলামী শাসনব্যবস্থার আলোচনায় তত্ত্বীয়ভাবে কাঠামোগত রূপ লাভ করলেও আধুনিক সময়ের অনেক বৌদ্ধিক আলেমগণ উক্ত তত্ত্বের প্রায়োগিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন তুলেছেন। এগুলোর মধ্যে দুটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা হলো:

▪ এক. পরিভাষা প্রয়োগে অস্পষ্টতা

'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' কাদেরকে বলা যেতে পারে- এ ব্যাপারে আলেমদের সুনির্দিষ্ট মতামত থাকলেও বাস্তবে পুরো মুসলিম ইতিহাসে কারও ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে এই পরিভাষাটি প্রয়োগ করা হয়েছে- এমন কোনো নজির পাওয়া যায় না বলেই অনেক ফকীহ মনে করেন। আধুনিক সময়ের বিদগ্ধ ইরাকী আলেম ড. আব্দুল করিম যায়দান রহ. (মৃ. ১৪৩৫ হি.) এ বিষয়টি স্বীকার করে বলেন,

... ولكننا لا نجد في السوابق التاريخية القديمة ما يشير إلى أن الأمة اجتمعت وانتخبت طائفة منها وأعطتها صفة أهل الحل والعقد.

...কিন্তু আমরা অতীত ইতিহাসে এমন কোনো নজির পাই না, যার মাধ্যমে এটা বোঝা যায় যে, জাতি একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্য থেকে একটি দল নির্দিষ্ট করে তাদেরকে 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ'- হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। (Zaydān 1965, 19)

মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর ড. আহমাদ আল গামেদী রহ.ও মনে করেন যে, সাহাবীদের যুগের পরে এমন কোনো দল বা গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিলো না যারা 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' নামে পরিচিত ছিল। বরং তিনি এটাকে ফকীহদের 'কাল্পনিক চিত্রায়ন' (تصور افتراضي) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১৪] (al-Ghāmidī 2013, 2:34)

▪ দুই. অতিরঞ্জিত বিশুদ্ধবাদিতা

আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদের জন্য যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা আলেমগণ বর্ণনা করেছেন যেমন: ন্যায়পরায়ণতা, জ্ঞানী হওয়া, বিচক্ষণতা, পক্ষপাতিত্ব না থাকা ইত্যাদি বিষয়কে অনেকে অতিরঞ্জিত বলে মনে করেন। যেমন ড. আহমাদ আল গামেদী 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' এর বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি সাব্যস্ত করার বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে বলেন,

قلت : من الذي يثبت هذه الصفات في أهل الاختيار ؟ثم إذا خرج عشرات الأشخاص كل منهم يدّعي أنه يحمل هذهالصفات ، وعارضهم عشرات وأنكروا توافر تلك الصفات فيهم ،فمن الذي يفصل بينهم ؟إن هذا التنظير في الحقيقة ليس قابلًا للتنفيذ

আমি বলি, এই সমস্ত গুণাবলি আহলুল ইখতিয়ারদের মধ্যে সাব্যস্ত করবেন কে? যদি দশজন লোক একসাথে হয়ে দাবী করে যে, তারা এ সমস্ত গুণের অধিকারী এবং এর বিপরীতে আরো দশজন তাদের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তাদের মাঝে ফয়সালা করবেন কে? আসলে এটা এমন এক তত্ত্ব, যা বাস্তবায়নের অযোগ্য। (al-Ghāmidī 2013, 2:32)

সিরিয়ান স্কলার ড. আব্দুল করিম বাক্কার আলেমদের গ্রন্থে এইসব গুণাবলির কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করেন,

هذا كله يدل على أن علماءنا كانوا يتحدثون عن شيء غير موجود في الواقع، إنهم يتحدثون عن شيء تاريخي سمعوا عنه، ولم يروه

এই সব কিছুই প্রমাণ করে, আমাদের আলেমরা এমন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতেন যার আসলে বাস্তব অস্তিত্ব নেই। তাঁরা ইতিহাস আশ্রিত এমন একটি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন যা শুধু শুনেছেনই; অবলোকন করেননি। (Bakkār 2015, 50)

---

১৪. তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ:

هل حفظ لنا التاريخ بعد جيل الصحابة أن هناك فئة أو طائفة عرفت بهذا الاسم (أهل الحل والعقد)؟ الجواب : لا وإنما هذا تصور افتراضي من الفقهاء...

এমন মন্তব্য কিছুটা কঠোর হলেও এর পিছনে বাস্তবতা রয়েছে। কেননা মুসলিম শাসনের দীর্ঘ ইতিহাসে দেখা যায়, 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' হিসেবে যাদের মনোনীত করা হয়েছিল, তারা বেশিরভাগ সময়ই অভিজাত শ্রেণির স্বার্থের অনুকূলে কাজ করেছিলেন। এই অভিজাত শ্রেণির মধ্যে গোত্রপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি এবং নিজস্ব স্বার্থের প্রতি এক ধরনের পক্ষপাতিত্ব ছিল, যা তাঁদের কাজের ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে।

উদাহরণস্বরূপ, ইবনে খালদুনের (মৃ. ৮০৮ হি.) বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুকাদ্দিমা'-তে উমর ইবনে আব্দুল আযিজ রহ. এর একটি উদ্ধৃতি পাওয়া যায়, যেখানে তিনি বনী উমাইয়া গোত্রের বাইরের একজন সম্মানিত ও যোগ্য ব্যক্তি কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি বকরের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বলেন,

«لو كان لي من الأمر شيء لولّيته الخلافة»

'আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে অবশ্যই তাঁকে খলিফা হিসেবে নিয়োগ দিতাম'।

একথা উদ্ধৃত করে ইবনে খালদুন মন্তব্য করেন,

ولكنّه كان يخشى من بني أميّة أهل الحلّ والعقد لما ذكرناه فلا يقدر أن يحوّل الأمر عنهم لئلّا تقع الفرقة.

কিন্তু তিনি বনী উমাইয়ার 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' এর ব্যাপারে শংকায় ছিলেন যেমনটা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। ফলে বিভক্তি যাতে না হয়– এ জন্য (খলীফা নির্বাচনের) বিষয়টি তিনি তাদের থেকে সরিয়ে নিতে পারেননি (Ibn Khaldūn 2004, 1:385)

এই বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইতিহাসে যাদের 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' হিসেবে মনে করা হয়েছে, তাদের কাজের মধ্যে আসলেই ঐ আদর্শিক বৈশিষ্ট্যগুলো পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়নি। বরং বেশির ভাগ সময়ই তারা শাসনের ক্ষেত্রে পারিবারিক, গোত্রীয় এবং রাজনৈতিক স্বার্থের দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছেন, যা সমাজের ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতার আদর্শ থেকে সরে গিয়েছে।

একারণে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, আধুনিক সময়ের আলেমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলোর বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন, এবং তাঁদের মতে– এসব বৈশিষ্ট্য অধিকাংশ সময় নিছক তত্ত্বগত কিংবা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে, যা বাস্তব জীবনে মোটেও প্রতিফলিত হয়নি।

পর্যালোচনা

লক্ষণীয় বিষয় হলো, আধুনিক সময়ের পূর্বে এই ধরনের আপত্তি বা সমালোচনা উত্থাপিত হয়নি। এমনকি প্রাক-আধুনিক আলেমগণ এই তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে কোনো পর্যালোচনামূলক আলোচনাও হাজির করেননি। নিতান্তই সাধারণভাবে তত্ত্বের বিবরণ উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। তাহলে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, আধুনিক সময়ে এমন নতুন কোন পরিস্থিতি বা চিন্তা-কাঠামোর উদ্ভব হলো, যার ফলে বর্তমানের বিদগ্ধ

ইসলামী চিন্তাবিদদের অনেকেই সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসা এই পরিভাষা সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করছেন বা করতে বাধ্য হচ্ছেন। এ বিষয়ে কিছু পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীতে চিন্তাশীল মুসলিম স্কলারগণ বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব মৌলিক পরিবর্তনগুলো ঘটেছে সেগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন যে, জাগতিকভাবে উন্নত দেশগুলো রাষ্ট্র ও জনগণের সম্পর্ককে নতুনভাবে মূল্যায়ন করেছে। এর ফলে সেখানে এমন এক সাংবিধানিক ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে, যেখানে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে জনগণের রায়ের ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এর বিপরীতে, আধুনিক জাতিরাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে, বিশেষত আরব মুসলিম দেশগুলোতে স্বৈরাচারের উত্থান লক্ষ্য করা গেছে। অধিকাংশ মুসলিম দেশে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। অধিকন্তু নামেমাত্র কোনো ব্যবস্থাপনা থাকলেও ক্ষমতাসীনরা সেই প্রক্রিয়াকে কোনোরূপ তোয়াক্কা করেনি। ফলে ক্ষমতার পালাবদলে প্রায়শই সহিংসতা ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে।[১৫]

এই সংকটের সমাধান খুঁজতে গিয়ে আধুনিক মুসলিম স্কলারগণ ইসলামী ঐতিহ্য বা তাত্ত্বিক জ্ঞানভাণ্ডারের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন, এবং সেখানে 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্বীয় আলোচনা পেয়েছেন। ঐতিহাসিকভাবে, এই তত্ত্বগুলোতে শাসক নির্বাচনের এবং অযোগ্য শাসককে অপসারণের একটি প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে, যা ইসলামী শাসন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। কিন্তু প্রশ্ন ওঠেছে–এই তত্ত্বগুলোর বাস্তব প্রয়োগ অতীতে কখনো ঘটেছে কি? বাস্তবতা হচ্ছে, যদিও এই তত্ত্বগুলোতে বিশদভাবে শাসক অপসারণের প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত ইসলামী ইতিহাসে 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ'-এর মাধ্যমে শাসক অপসারণের কোনো কার্যকরী প্রায়োগিক প্রক্রিয়ার নজির অনুপস্থিত। অতীতের কোনো নির্দিষ্ট উদাহরণ না থাকার কারণে, আধুনিক সময়ে মুসলিম চিন্তাবিদ ও আলেমগণ এই তত্ত্বগুলোর বাস্তব ভিত্তি নিয়ে সন্দিহান হয়েছেন, প্রশ্ন তুলেছেন যে, ইসলামী শাসনব্যবস্থায় এই ধরনের তত্ত্বগুলো আসলে কতটা কার্যকরী ছিল?

সহজ কথায় বলা যায়, আধুনিক সময়ের মুসলিম চিন্তাবিদরা এসব তত্ত্বগুলোকে তাত্ত্বিকভাবে মূল্যায়ন করলেও, এর বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো ইতিহাস বা উদাহরণ তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না। এ কারণে, তারা দীর্ঘকাল ধরে চর্চিত হওয়া এই

১৫. এই প্রবন্ধ রচনার সময়কালে বাংলাদেশ জুলাই-আগস্ট ২০২৪'- এ এক রক্তক্ষয়ী গণ-অভ্যুত্থানের সাক্ষী হয়েছে। এর মাধ্যমে দীর্ঘ ১৬ বছরের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার আপাত: বিলোপ ঘটেছে। এ রক্তাক্ত অভ্যুত্থানে শহীদ হয়েছেন প্রায় দুই হাজার ছাত্র-জনতা এবং আহত হয়েছেন ১০ হাজারের অধিক সাধারণ নাগরিক। জুলুমের বিরুদ্ধে তাঁদের এই অবিস্মরণীয় বীরত্ব ও সংগ্রামের প্রতি রইলো গভীর শ্রদ্ধা। আল্লাহ তাঁদের আত্মত্যাগকে কবুল করুন।

لِلَّه ما أَخَذ ولَهُ ما أَعطَى

তত্ত্বগুলোর উপর আস্থাশীল হতে পারেননি এবং সেগুলোর কার্যকরী প্রয়োগ নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন।

প্রায়োগিক নজির না থাকার কারণ

যদি একটি রাজনৈতিক তত্ত্ব ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকে এবং সমাজের চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে তা নিয়ে আলোচনা হয়, কিন্তু তার প্রায়োগিক বাস্তবতার দৃশ্যমান কোনো প্রমাণ বিদ্যমান না থাকে, তাহলে বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করা উচিত। 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ'-এর প্রায়োগিক নজির না থাকার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখা উচিত। যেমন:

ক. স্থান-কালিক সীমাবদ্ধতা

'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' পরিভাষার প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে স্থান ও কালের ভূমিকা বোঝাটা গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম ইতিহাসে উমাইয়াদের শাসনকাল থেকে শুরু করে উসমানী খেলাফত পতনের পূর্ব পর্যন্ত প্রাক-আধুনিক সময়ের যে শাসনব্যবস্থা ছিল, তা ছিল এক ধরনের রাজতান্ত্রিক-খেলাফত শাসনব্যবস্থা। এই শাসনব্যবস্থায় শাসকের কর্তৃত্ব ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী, যেখানে শাসক সাধারণত নিজে ক্ষমতায় আসতেন বা তার উত্তরাধিকারী বা নিযুক্ত ব্যক্তি প্রথাগতভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতেন। ক্ষমতার পালাবদল ছিল মূলত শাসকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং এর কোনো নির্দিষ্ট সাংবিধানিক বা আইনগত নিয়ম ছিল না, যার মাধ্যমে শাসক নির্দিষ্ট সময়ে বা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতেন। শাসক পরিবর্তনের কোনো সুসংহত ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি না থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তি ও ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটত। এই বাস্তবতায় তখনকার আলেমদের পক্ষে শাসককে (জুলুম-অনাচার সত্ত্বেও) অপসারণের সামর্থ্য ছিল না। এ কারণে দেখা যায়, তাঁরা স্বাভাবিকভাবে শাসকের সাথে বেশিরভাগ সময়ে প্রশংসা ও উপদেশমূলক ভাষায় সম্পৃক্ত হয়েছেন।

খ. তত্ত্বীয় দূর্বোধ্যতা

আমরা আগে দেখেছি যে, উক্ত পরিভাষাকে আলেমগণ বিভিন্ন শব্দাবলির (আহলুল ইখতিয়ায়, আহলুশ শুরা, উলিল আমর ইত্যাদি) মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। উক্ত পরিভাষার সাথে সম্পর্কিত ধারণাগুলি একে অপরের সাথে মিশে যাওয়াতে এর মূল পরিধি, দ্যোতনা কতটুকু- তা নিয়ে স্পষ্ট কোনো আলোচনা নেই। এ কারণে দেখা যায়, এই পরিভাষাকে ঘিরে সবসময়ই এক ধরনের তত্ত্বীয় দূর্বোধ্যতা রয়ে গিয়েছিল।

গ. ইজতিহাদ ও মুজতাহিদ সংক্রান্ত জটিলতা

ইজতিহাদ মানে হলো নতুন পরিস্থিতির আলোকে কুরআন-হাদীসের মূলনীতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া। প্রাক-আধুনিক আলেমদের দৃষ্টিতে 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' হতে হলে অবশ্যই মুজতাহিদ পর্যায়ের আলেম হতে হবে। কিন্তু চতুর্থ হিজরি শতকের পর থেকে ইজতিহাদ সংক্রান্ত আলোচনা ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং এক

পর্যায়ে তা পুরোপুরিই বন্ধ হয়ে যায় এবং 'তাকলিদ' (অনুকরণ) বাড়তে থাকে। আকীদা ও ইবাদতের বিষয়ে এটা সমস্যাজনক না হলেও রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এটা দ্বন্দ্ব তৈরি করে। একদিকে ইজতিহাদ সংক্রান্ত আলোচনাকে 'অপাঙ্‌ক্তেয়' (taboo) করে রাখা হয় অন্যদিকে 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' হতে হলে 'মুজতাহিদ' হওয়ার কথা বলা হয়। এই দ্বান্দ্বিকতার মাঝে মুসলিম আলেম ও ফকীহগণ যে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় আটকে পড়েন, তা থেকে উত্তরণের সহজ কোনো পন্থা তাঁদের সামনে ছিল না।

ফলাফল

আলোচ্য প্রবন্ধের এ পর্যায়ে উপস্থাপিত সকল বক্তব্যের সার্বিক পর্যালোচনার পর এ ফলাফলে উপনীত হওয়া যায় যে,

- 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' সরাসরি শরয়ী পরিভাষা না হলেও সময়ের প্রয়োজনে রাজনীতি বিশেষজ্ঞ মুসলিম আলেম ও ফকীহগণ কুরআন-সুন্নাহর নির্যাস থেকেই এর উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন। তাঁদের হাত ধরেই উক্ত পরিভাষাটি ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্রে শত শত বছর ধরে আলোচিত হয়ে আসছে।
- মুসলিম তাত্ত্বিকদের মধ্যে উসূলবিদ ও ফকীহগণ এ পরিভাষাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন।
- পরিভাষাটি মূলত ইসলামী শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু শাসনব্যবস্থার বিষয়টি মুআমালাত অংশের অর্ন্তভুক্ত, তাই পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে এর ভেতরগত বিভিন্ন অবস্থাও পরিবর্তিত হয়ে থাকে। পূর্বে যা অপরিহার্য বলে বিবেচিত হতো, বর্তমানে তা অপরিহার্য নাও থাকতে পারে।
- এই পরিবর্তন সাপেক্ষে উক্ত পরিভাষাকেন্দ্রিক চিন্তাধারাতেও বেশ কিছু পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক এবং কখনো কখনো দরকারী। ইসলামী চিন্তাকাঠামোতে অকাট্য প্রমাণিত (قطعي الثبوت) বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়গুলোতে এ ধরনের পরিবর্তনের অবকাশ রয়েছে।
- যে কোনো তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা এর প্রায়োগিক অবস্থার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। আধুনিক সময়ের কিছু বিদ্বানগণ 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' তত্ত্বের প্রায়োগিক দিকের ব্যাপারে যে শক্ত অবস্থান নিয়েছেন তা যথাযথ গুরুত্বের দাবী রাখে।
- তাঁদের সমালোচনাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা সত্ত্বেও, এটা বলা আবশ্যক যে, প্রাক-আধুনিক মুসলিম তাত্ত্বিকগণ উক্ত তত্ত্বের প্রয়োগিক সীমাবদ্ধতাগুলোকে উৎরে যেতে না পারলেও তাঁদের প্রচেষ্টা ও চিন্তাধারাকে হালকা বা তুচ্ছ হিসেবে উপস্থাপন করা সঙ্গত নয়। কেননা, এমনটি হওয়া খুবই সম্ভব যে, সময়ের বিবর্তন ও উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যে সকল আধুনিক বিদ্বান এই তত্ত্বের প্রতি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন, তাঁরা যদি সে সময়ের বাস্তবতায় জীবনযাপন করতেন, তবে সম্ভবত তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্ন হতো।

প্রবন্ধের সীমাবদ্ধতা

একটি প্রবন্ধে সকল দিক বিস্তারিত উপস্থাপন করা সম্ভব হয় না। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটিও এর ব্যতিক্রম নয়। ফলে এতে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন, কিছু সমার্থক পরিভাষার কথা থাকলেও সকল পরিভাষা উল্লেখ করা হয়নি এবং উক্ত সমার্থক পরিভাষার মধ্যে কোনো সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে কিনা- সে ব্যাপারেও আলোকপাত করা হয়নি। এছাড়া কোনো শ্রেণিবিন্যাসই সম্পূর্ণ নিখুঁত বা সর্বজনীন নয়। 'প্রাক-আধুনিক' ও 'আধুনিক' বিভাজন প্রাথমিকভাবে একটি বিশ্লেষণাত্মক টুল, যা সময়কালগত বিবর্তন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এতে থাকা সীমাবদ্ধতা স্বীকার করাও জরুরি। কেননা ইতিহাসের বিশাল পরিসর থেকে নির্দিষ্ট একটি দৃষ্টিকোণ বেছে উপস্থাপন করা একটি কষ্টসাধ্য ও জটিল কাজ, কারণ এতে সঠিকভাবে ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গতা এবং ন্যায্যতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। তথাপি, একজন লেখককে কখনও কখনও নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ বা মনোভাব গ্রহণ করতে হয়, যা তার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

এ ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হলেও এটি এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, আধুনিক সময়-কাঠামোতে বসবাসরত একজন লেখকের রচনায় কিছুটা যুগ-প্রভাবান্বিত দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে। এই প্রভাবটি হয়তো সূক্ষ্মভাবে থাকতে পারে, তবে পুরোপরি এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

শীআ সম্প্রদায়ের শাসনব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট চিন্তাধারা সুন্নীদের থেকে মৌলিকভাবেই ভিন্ন হওয়ার কারণে প্রবন্ধটির আলোচনা সুন্নী স্কলারদের মতামতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

আধুনিক সময়ের প্রেক্ষাপটে অমুসলিম এবং নারীরা আহলুল হাল্ল হতে পারবেন কিনা– এ বিষয়ে প্রবন্ধে শুধু মতামত উপস্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু এটি নিয়ে কোনো বিস্তারিত আলোচনা বা দলীল-প্রমাণসহ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে যেহেতু সমকালীন বাস্তবতা এবং শরয়ী নুসূস অনুযায়ী নানা দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে, তাই শুধু একটি নির্দিষ্ট মতামত তুলে ধরা যথেষ্ট নয়। যদি এটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হতো, তবে বিষয়টি আরো স্পষ্ট এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হতো।

অনেকেই 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' কে বর্তমানের সংসদীয় ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখাতে চান। প্রবন্ধে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি।

এছাড়া প্রবন্ধটিতে বেশ কিছু প্রশ্নে জবাব এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। যেমন, আধুনিক সেকুলার জাতি-রাষ্ট্র কাঠামোতে কিভাবে এই তত্ত্ব বাস্তবায়ন হতে পারে, যেখানে প্রাক-আধুনিক সময়ের 'শরয়ী মুজতাহিদ' আর আধুনিক সময়ের 'জাতির প্রভাবশালী' বর্গের ক্ষমতা ও ভূমিকা সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে পরিচালিত হচ্ছে? এই দুটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে একই ধারণাকে কিভাবে কার্যকর করা সম্ভব, তা ব্যাখ্যা করলে প্রবন্ধটি আরো সমৃদ্ধ ও গবেষণামূলক হতে পারতো।

পরবর্তীতে কোনো অনুসন্ধিৎসু গবেষকগণ এ ব্যাপারে আরো বিস্তৃত আলোচনা করবেন বলে আশা রাখি।

উপসংহার

আধুনিক সময়ে 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' পরিভাষাটি নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হলেও, এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আলেমদের রচনায় এই পরিভাষাটি বিশেষ এক দ্যোতনা ও অর্থবহতা লাভ করেছে। তবে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ধারণা কেবল একটি তাত্ত্বিক বিষয় নয়; বরং এটি বাস্তবতা ও শরয়ী দিকনির্দেশনার সমন্বয়ে গঠিত একটি সুশৃঙ্খল কাঠামো।

ইসলামী ঐতিহ্যে বহুল ব্যবহৃত 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' পরিভাষাটি সময়ের পরিবর্তনের ফলে হয়ত তাত্ত্বিকভাবে কিছুটা বিবর্ণ হয়েছে, তবে এর অন্তর্নিহিত উপাদান ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধারণাগতভাবে উপকৃত হওয়ার অবকাশ এখনো রয়েছে। অযৌক্তিক নয়। কারণ, বাস্তব প্রয়োগের অভাব কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বের কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারলেও এটি তার মূল্য ও গুরুত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে না। এছাড়া তাত্ত্বিক আলোচনা রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা-বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেই সাথে ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দিতে পারে এবং প্রায়োগিক গবেষণাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। শেষে এই কথা বলা যায় যে, 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' তত্ত্বটি পূর্বের মতো সরাসরি ব্যবহৃত না হলেও, এর বিভিন্ন উপাদান ও দৃষ্টিভঙ্গি নীতিনির্ধারণী আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আজকের আধুনিক সময়েও তার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারে। সেই সাথে বিষয়টি গভীর অধ্যয়ন ও বিস্তৃত গবেষণার দাবি রাখে।

Bibliography

al-Qur'ān al-Karīm

al-'Ainī, Badr al-Dīn Abū Muḥammad Maḥmūd Ibn Aḥmad Ibn Mūsā. 2000. *al-Bināyah Fī Sharḥ al-Hidāyah*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah

al-'Ash'arī, Abū al-Ḥasan 'Alī Ibn Ismā'īl. 2005. *Maqālāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf al-Muṣallīn*. Edited by: Na'īm Zarzūr. Beirut: Maktabah al-'Aṣriyyah

al-Badīwī, Aḥmad Muḥammad 'Abd al-Ḥākim. 2020. "al-Shurūṭ al-Mu'tabarah Fī al-Ḥall Wa al-'Aqd: Dirāsah Muqāranah" *Majallah al-Buḥūth Wa al-Dirāsāt Wa al-Shar'iyyah.* 10:111, p (7-40). https://search.mandumah.com/Record/1129174

al-Bāqillānī, Abū Bakr Muḥammad Ibn al-Ṭayyib Ibn Muḥammad Ibn Ja'far. 1987. *Tamhīd al-Awā'il Fī Talkhīṣ al-Dalāil*. Edited by: 'Imād al-Dīn Aḥmad Ḥaydar. Lebanon: Muassasa al-Kutub al-Thaqāfiyyah

al-Bukhārī, Abū ʻAbd Allah Muḥammad Ibn Ismāʻīl. 2015. *al-Ṣaḥīḥ.*Edited by: Rāid Ibn Ṣabrī. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

al-Damīrī, Abū al-Baqā Muḥammad Ibn Mūsā Ibn ʻĪsā. 2004. *al-Najm al-Wahhāj Fī Sharḥ al-Minhāj*. Jeddah: Dār al-Minhāj

al-Dasūqī, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn ʻArafah. ND. *Ḥāshiyah al-dāsūqī ʻAlā al-Sharḥ al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr

al-Farāhīdī, Abū ʻAbd al-Raḥmān al-Khalīl Ibn Aḥmad Ibn ʻAmr. ND. *Kitāb al-ʻAin*. Cairo: Maktabatul Hilāl

al-Ghāmidī, Aḥmad Ibn Saʻad Ibn Ḥamdān. 2013. *Tajdīd al-Fiqh al-Siyāsī Fī al-Mujtamaʻ al-Islāmī*. Mecca: Dār Ibn Rajab

al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Tūsī. 1993. *al-Mustaṣfā*. Edited by: Muḥammad ʻAbd al-Salām ʻAbd al-Shāfī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah

al-Maḥrūq, ʻĀdil Ibrāhīm. 2018. "Ahlul Ḥalli wal ʻAqd Bainal Aṣālati wal Muʻāṣarah" *Majallah al-ʻUlūm al-Sharʻiyyah* (5) 86-105

al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ʻAlī Ibn Muḥammad. 1989. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qutaybah

- 1999. *al-Ḥāwī al-Kabīr Fī Fiqhi Madhhab al-Imām al-Shāfiʻī*. Edited by: ʻAlī Muḥammad Muʻawwiḍ &ʻĀdil Aḥmad ʻAbd al-Mawjūd. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah

al-Nasāyī, Aḥmad Ibn Shuʻaib Ibn ʻAlī. 2015. *Sunan al-Nasāyī*. Edited by: Rāyid Ibn Ṣabrī Ibn Abī ʻAlfah. Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah

al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā Ibn Sharf. 2005. *Minhāj al-Ṭālibīn Wa ʻUmdat al-Muftīn*. Bairūt: Dār al-Minhāj

al-Qarāfī, Abū al-ʻAbbās Shihāb al-Dīn Aḥmad Ibn Idrīs. 1994. *al-Dhakhīrah.* Edited by: Muḥammad Ḥujjī. Bairut: Dār al-Gharb al-Islāmī

al-Qāsimī, Ẓāfir. 1987. *Niẓām al-Ḥukm Fī al-Sharīʻah Wa al-Tārīkh al-Islāmī*. Bairut: Dār al-Nafāis

al-Rāzī, Abū ʻAbd Allah Muḥammad Ibn ʻUmar Ibn al-Ḥasan. 1997. *al-Maḥṣūl*. Edited by: Ṭāhā Jābir Al ʻUlwānī. Bairut: Muassasah al-Risālah

al-Ṣanʻānī, Abū Bakr ʻAbd al-Razzāq Ibn Hammām Ibn Nāfiʻ al-Ḥimairī. 1403H. *al-Muṣannaf.* Edited by: Ḥabīb al-Raḥmān al-ʻAẓamī. India: al-Majlis al-ʻIlmī

al-Ṭabarī, Abū Jaʻfar Muḥammad Ibn Jarīr. 2001. *Jāmiʻul Bayān ʻAn Taʼwīl Āy al-Qurʼān.* Edited by: ʻAbd Allāh Ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī. Giza : Dār Hajar

al-Tirmidhī, Abū ʻĪsā Muḥammad Ibn ʻĪsā Ibn Sawrata Ibn Mūsā. *Sunan al-Tirmidhī*. 1998. Edited by: Bashshār ʻAwwād Maʻrūf. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī

al-Ṭarīqī, ʻAbd Allah Ibn Ibrāhīm. 1419H. *Ahl al-Ḥall Wa al-ʻAqd ṣifātuhum wa Waẓāifuhum*. Mecca: Rābiṭah al-ʻĀlam al-Islāmī

al-Zuḥailī, Wahbah Ibn Muṣṭafā. 1418H. *al-Tafsīr al-Munīr*. Dimashq: Dār al-Fikr al-Muʻāṣar

al-Zuwaynī, ʻAbd al-Mālik Ibn ʻAbd Allah Ibn Yūsuf. 1401H. *Ghiyāth al-Umam Fī al-Tiyāth al-Ẓulam*. Edited by: ʻAbd al-ʻAẓīm al-Dīb. Maktaba Imām al-Ḥaramain

ʻĀshūr, Muḥammad al-Ṭāhir Ibn Muḥammad. 1983. *al-Taḥrīr Wa al-Tanwīr*. Tūnis: al-Dār al-Tūnisiyyah

Bakkār, ʻAbd al-Karīm. 2015. *Asāsiyyāt Fī Niẓām al-Ḥukm Fī al-Islām*. Dimashq: Dār al-Qalam

de Bellaigue, Christopher. 2017. *The Islamic Enlightenment: The Struggle Between Faith and Reason, 1798 to Modern Times*. New York: Liveright Publishing Corporation

Faẓlur Raḥmān, Muḥammād. 2015. *al-Muʻjam al-Wāfī.* Dhaka: Riyad Prakashani

Ibn Khaldūn, Walī al-Dīn ʻAbd al-Raḥmān Ibn Muḥammad. 2004. *Muqaddimah Ibn Khaldūn*. Edited by: ʻAbd Allah Muḥammad al-Darwīsh. Dimashq: Dār Yaʻrab

Ibn Ḥajar, Abū al-Faḍl Aḥmad Ibn ʻAlī al-ʻAsqalānī. 1379H. *Fatḥ al-Bārī*. Bairūt: Dār al-Maʻrifah

Ibn Ḥanbal, Abū ʻAbd Allah Aḥmad. 1408H. *al-ʻAqīdah: Riwāyah Abī Bakr al-Khallāl*. Edited by: ʻAbd al-ʻAzīz ʻIzz al-Dīn al-Sirwān. Dimashq: Dār Qutaibah

Khalīl, Fawzī. 1996. *Dawru Ahlil Ḥall wal ʻAqdi Fī al-Namūdhaj al-Islāmī.* Cairo: al-Maʻahad al-ʻAālamī lil Fikr al-Islāmī

Niẓām al-Dīn, al-Ḥasan Ibn Muḥammad Ibn Ḥusain al-Qumī al-Naisābūrī. 1416H. *Gharāib al-Qurʼān wa Raghāib al-Furqān*. Edited by: Zakariyyā ʻUmairāt. Bairūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah

Riḍā, Muḥammad Rashīd ibn ʻAlī.1990. *Tafsīr al-Manār*. Egypt: al-Hayʼah al-Miṣriyyah al-ʻĀmmah

Ṣafyu al-Dīn, Bilāl. 2011. *Ahl al-Ḥall Wa al-ʻAqd Fī Niẓām al-Ḥukm al-Islāmī Baḥth Muqāran.* Syria: Dār al-Nawādir

Zaydān, ʻAbd al-Karīm. 1965. *al-Fard Wa al-Dawlah Fī al-Sharīʻah al-Islāmiyyah.* Baghdād: Maṭbaʻah Salmān al-ʻAẓamī

- 2012. *Islami Rashtro Bebostha*. Translated by: Abdur Rahim. Dhaka: Adhunik Prokashani